গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

নং- ডিইও/৩৯৫-সি/চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন/কার পাকিং/২০১৬/৬২২ তারিখ: ২৬/১০/২০২৬ খ্রি.

জরুরী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ রেলওয়ে, এস্টেট বিভাগের আওতাধীন নিম্ন তফসিলে বর্ণিত কার পার্কিং লাইসেন্স মাশুল আদায়ের নিমিত্ত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে জারীকৃত বিদ্যমান নীতিমালার ৩৪ অনুচ্ছেদ এবং সর্বশেষ গত ২৪.০৯.২০২৬খ্রি. তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন (গেজেট প্রকাশিত: ৩০/০৯/২০২৬খ্রি.) নির্ধারিত ইজারা ভিত্তিমূল্য অনুযায়ী দখল হস্তান্তরের তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসর মেয়াদে লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সীলমোহরযুক্ত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিটি দরপত্র দলিল মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবরে নির্ধারিত কোডে (১৪২২৩২৮) "এ চালান" এর মাধ্যমে অফেরতযোগ্য ১০০০/- (এক হাজার টাকা) জমা প্রদানের প্রমাণপত্রের ফটোকপি প্রদান পূর্বক বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও ঢাকা; প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম (যে দপ্তরের জন্য যেটা প্রযোজ্য) হতে ক্রয়/সংগ্রহ করে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম; প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম (যে দপ্তরের জন্য যেটা প্রযোজ্য) অফিস সমূহে রক্ষিত সীলমোহরকৃত বাক্সে দরপত্র দলিল দাখিল করতে পারবেন। দরপত্র দাখিলের দিন কোন দরপত্র দলিল বিক্রয় করা হবে না। নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী আগ্রহী দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র দলিল খোলা হবে। সরকারী দরের নীচে কোন দর গ্রহণযোগ্য হবে না। বাংলাদেশ রেলওয়ে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সার্বিক দরপত্র কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

"তফশিল"

ক্রম	স্টেশন/এলাকা	পার্কিং এলাকার নাম/অবস্থান, পরিমাণ এবং পার্কিংযোগ্য যানবাহনের নাম	লাইসেন্সযোগ্য ভূমির পরিমাণ	সরকারী ভিত্তিমূল্য/দর (০১ বছরের জন্য)	দরপত্র দলিল ক্রয়ের তারিখ (অফিস চলাকালীন সময়ে)	দরপত্র দলিল দাখিলের তারিখ ও সময় (সকাল ০৯টা থেকে বেলা ০১টা)	দরপত্র বক্স খোলা কমিটি (TOC) কর্তৃক খোলার তারিখ ও সময় (বেলা ০৩ টা)	দরপত্র মূল্যায়ন
১	চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন	অবস্থান: (চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত) প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, সিএনজি, টেক্সিক্যাব ও মোটর সাইকেল সহ হালকা যানবাহন	৩৮৭৩০ বর্গফুট	৩৮৭৩০ বর্গফুট × ১০৫/- =৪০,৬৬,৬৫০/-(চল্লিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা)	০২/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ১১/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (১ম বার)	১২/১১/২০২৬খ্রি.	১২/১১/২০২৬ খ্রি.	দরপত্র খোলা কমিটি (TOC) কর্তৃক কার্য সম্পাদনের পর
					১৫/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ১৮/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (২য় বার)	১৯/১১/২০২৬খ্রি.	১৯/১১/২০২৬ খ্রি.	
					২২/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ২৫/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (৩য় বার)	২৬/১১/২০২৬খ্রি.	২৬/১১/২০২৬ খ্রি.	
২	চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন	অবস্থান: (চট্টগ্রাম নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, সিএনজি, টেক্সিক্যাব ও মোটর সাইকেল সহ হালকা যানবাহন	৭০৬৭৮ বর্গফুট	৭০৬৭৮ বর্গফুট × ১০৫/- =৭৪,২১,১৯০/-(চুয়াত্তর লক্ষ একুশ হাজার একশত নব্বই টাকা)	০২/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ১১/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (১ম বার)	১২/১১/২০২৬খ্রি.	১২/১১/২০২৬ খ্রি.	দরপত্র খোলা কমিটি (TOC) কর্তৃক কার্য সম্পাদনের পর
					১৫/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ১৮/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (২য় বার)	১৯/১১/২০২৬খ্রি.	১৯/১১/২০২৬ খ্রি.	
					২২/১১/২০২৬ খ্রি. হতে ২৫/১১/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত (৩য় বার)	২৬/১১/২০২৬খ্রি.	২৬/১১/২০২৬ খ্রি.	
					বি: দ্র: ১ম বারে দরপত্র নিষ্পত্তি হলে ২য় ও ৩য় বারে দরপত্র অনুষ্ঠিত হবে না)			

দরপত্রের শর্তাবলী

১. বাংলাদেশের নাগরিক এমন কোন আগ্রহী দরপত্র দাতা ('এ" চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১৪২২৩২৮ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে) এর মাধ্যমে অফেরতযোগ্য ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা/নির্ধারিত মূল্যে তফসিলে বর্ণিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময় দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অফিসসমূহ হতে দরপত্র দলিল ক্রয় করতে পারবেন।

২. সীলমোহরকৃত দরপত্র, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দপ্তরসমূহে তফসিলে বর্ণিত তারিখে বেলা ০১.০০ ঘটিকার মধ্যে সীলগালাযুক্ত দরপত্র বাক্সে দাখিল করতে হবে এবং ঐদিন বেলা ০৩.০০ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাগণের অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিগণের সম্মুখে (যদি থাকে) উহা উন্মুক্ত হবে।

৩. সীলমোহরকৃত খামের উপর কার পার্কিং এলাকার সুনির্দিষ্ট আয়তন/পরিমাণ ও স্টেশনের নাম উল্লেখ করতে হবে। দরপত্র এর সকল পাতায় আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।

৪. প্রতিটি কার পার্কিং এর জন্য নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দরপত্র দাখিল করতে হবে। একই আবেদনপত্রে একাধিক পার্কিং এর উপর দর উদ্ধৃত করা যাবে না। দরপত্রে স্বাক্ষরকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা জাতীয়তা সনদপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

৫. দরপত্রে উদ্ধৃত সমুদয় লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য ফি, ডিমান্ড নোটিশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে, অন্যথায় উহা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬. কার পার্কিং এর জন্য লীজকৃত রেলভূমির আকৃতি বা প্রকৃতির কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না; যে অবস্থায় বিদ্যমান সে অবস্থায় লীজকৃত রেলভূমি হস্তান্তর গ্রহণ/প্রদান করা হবে।

৭. লাইসেন্স মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে পার্কিং এর জন্য লীজকৃত রেলভূমি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. দরপত্র চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে অকৃতকার্য দরদাতাকে জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে না।

৯. সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে সময়ে সময়ে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি/পুন: নির্ধারণ করলে সে অনুযায়ী লাইসেন্স ফি লাইসেন্স গ্রহীতা পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

১০. দরপত্র দলিলে কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজা পরিহার করতে হবে, একান্ত প্রয়োজনে একটানে কেটে অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

১১. লাইসেন্স মঞ্জুরীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চাহিদাপত্রের বর্ণনামতে উদ্ধৃত লাইসেন্স ফি, জামানত, নকশা ফি প্রচলিত পদ্ধতিতে এককালীন পরিশোধ করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় তার আর্নেষ্ট মানি (বায়নার টাকা) বাজেয়াপ্ত সহ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. চুক্তিপত্রে উল্লিখিত কার পার্কিং এর জন্য লীজকৃত রেলভূমি হস্তান্তরের তারিখ হতে লাইসেন্স এর মেয়াদ কার্যকর হবে। বর্তমান চুক্তিপত্রের সাথে পার্কিং এর জন্য ২০১৭ সালে প্রস্তুতকৃত রেলভূমির অবস্থান প্ল্যান/নকশা অনুযায়ী বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত নম্বরযুক্ত প্ল্যান/নকশা থাকবে।

১৩. দরপত্রে দরদাতা উদ্ধৃত দর/প্রস্তাবিত দর উল্লেখ না করলে বা সরকার নির্ধারিত হারের নীচে যে কোন উদ্ধৃত দর বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. সর্বোচ্চ দরদাতার গৃহীত দরে ০১ (এক) বছরের লাইসেন্স ফি এককালীন প্রদান করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১৫. দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে উদ্ধৃত দরের ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) আর্নেস্ট মানি (জামানত) হিসাবে "এফএএন্ডসিএও/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম" এর অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে। আর্নেস্ট মানি (জামানত) ছাড়া যে কোন দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার উক্ত আর্নেস্ট মানি (জামানত) বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার পরবর্তীতে "এ চালান" এর মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

১৬. দরপত্রে উদ্ধৃত দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজা হলে দরপত্র দাতার অনুস্বাক্ষর থাকতে হবে। নির্দেশনার ব্যত্যয় হলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭. দরপত্র দলিল ক্রয়ের মূল রশিদ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৮. বাংলাদেশ রেলওয়ের নির্ধারিত দরপত্র দলিল/ফর্ম ব্যতিরেকে অন্যভাবে কোন আবেদন বা দরপত্রের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯. অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রকৃতিস্থ, আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত এমন কোন ব্যক্তি দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২০. আগ্রহী ব্যক্তিগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ভূমির সরেজমিন অবস্থা, অবস্থান ও পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন।

২১. কার পার্কিং এর জন্য লাইসেন্সকৃত রেলভূমির দখলস্বত্ব অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না।

২২. বর্তমানে জারীকৃত ও ভবিষ্যতে জারিতব্য বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার বিধানাবলী লাইসেন্সীকে মেনে চলতে হবে।

২৩. বর্তমানে কার্যকর **বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২০** এর ২৫ ও ২৬ বিধি/অনুচ্ছেদ এবং সর্বশেষ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সালের ২২০ নং প্রজ্ঞাপন এর বিধি/অনুচ্ছেদ ৫৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ০২ অনুযায়ী দরপত্র কার্যক্রম নিষ্পত্তি হবে।

২৪. জনস্বার্থে সরকারী প্রয়োজনে (লাইসেন্স মেয়াদের মধ্যে) সংশ্লিষ্ট ভূমি প্রয়োজন হলে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ইজারা / লাইসেন্স গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে লাইসেন্সগ্রহীতা কোন প্রকার ওজর-আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না; এ সংক্রান্ত বিষয় বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রচলিত আইন ও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

২৫. লাইসেন্স গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট কার পার্কিং এর জন্য লাইসেন্সের উপর আরোপযোগ্য যে কোন ধরনের সরকারি/আধা-সরকারি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কর পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হবে।

২৬. দরপত্রে উদ্ধৃত দরের (Quoted Price) ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ৫% হারে উৎস কর (সর্বশেষ আয়কর বিধি প্রযোজ্য হবে) লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্স ফি পরিশোধকালে আলাদাভাবে পরিশোধযোগ্য হবে/প্রদান করতে হবে।

২৭. লাইসেন্স গ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে তার বৈধ উত্তরাধিকারী/মনোনীত প্রতিনিধি উপযুক্ত প্রমাণাদি/উত্তরাধিকার সনদপত্র ইত্যাদি দাখিল করে ইজারা/লাইসেন্স এর নাম পরিবর্তনের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষান্তে সন্তুষ্ট হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ এর অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স গ্রহীতার বৈধ উত্তরাধিকারী বা মনোনীত প্রতিনিধির নামে লাইসেন্স পরিবর্তন করা যাবে। তবে সকল উত্তরাধিকারের পক্ষে যে কোন একজনকে আম-মোক্তারনামা দলিলমূলে প্রতিনিধি মনোনীত করতে হবে। অন্যান্য সকল শর্তাবলী তার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

২৮. অসম্পূর্ণ দরপত্র অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলীর যেকোন শর্ত ব্যত্যয় হলে বা পূরণ না হলে, উক্ত দরদাতার দরপত্র বাতিল/অগ্রহণযোগ্য হবে।

২৯. দরপত্রে আহবানকৃত কার পার্কিং এর জন্য লাইসেন্সকৃত রেলভূমির বিস্তারিত বিবরণ, উদ্ধৃত দর (অংকে ও কথায়) ইত্যাদি দরপত্র ফরমের নির্ধারিত কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৩০. দরপত্র দলিল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শর্তাবলী লাইসেন্স গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

৩১. লাইসেন্সকৃত ভূমিতে পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বে-আইনী বা সমাজ বিরোধী কাজকর্ম করা যাবে না।

৩২. দরপত্র দলিলের শর্ত এবং চুক্তির শর্তের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত কার্যকর হবে। দরপত্র দলিলে বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ নেই, এরুপ কোন বিষয় দেখা দিলে বাংলাদেশ রেলওয়ে/যথাযথ কর্তৃপক্ষ/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ইহা লাইসেন্স গ্রহীতা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩৩. উপরে বর্ণিত শর্তাবলী বহির্ভূত কোন বিষয়ে লাইসেন্সদাতা ও লাইসেন্সগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে তা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। আলোচনায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে Arbitration Act, 2001 অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োগকৃত আরবিট্রেটরের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩৪. দরপত্র দাখিলকারীগণ শর্তাবলীর যেকোন একটি/সকল শর্তের ব্যত্যয় করলে তাঁর দাখিলকৃত দরপত্র কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৫. চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে বা পরে যে কোন সময় বা যে কোন পর্যায়ে প্রদত্ত লাইসেন্স কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে স্থগিত বা বাতিল করার এখতিয়ার বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৩৬. বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অনিবার্য কারণবশত যে কোন/সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৩৭. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য চট্টগ্রাম নতুন ষ্টেশন পার্কিং এলাকায় মোটর সাইকেল, সিএনজি চালিত অটোরিকশা/ অটোরিকশা, প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাসসহ হালকা যানবাহন ইত্যাদি হতে টোল/মাশুল আদায়ের হার নিম্নরুপ:

ক্রমিক	যানবাহনের বিবরণ	যনবাহন প্রতি টোল/মাশুলের প্রস্তাবিত হার (প্রতি ঘন্টা বা অংশ বিশেষের জন্য)
১	সিএনজি চালিত অটোরিকশা/ অটোরিকশা ও হালকা ধরণের যানবাহন	৩০/-
২	প্রাইভেটকার/টেক্সিক্যাব	৫০/-
৩	মাইক্রোবাস	৬০/-
৪	মোটর সাইকেল	২০/-

১৬/১০/২৬

(মোঃ খোরশেদ আলম চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম